স্মার্ট শিক্ষা
স্মার্ট বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩

১৪৩০ বঙ্গাব্দ

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা ভবন (২য় ব্লক), ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা ১০০০
ওয়েবসাইট : www.eedmoe.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২৩

উপদেষ্টা
জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার
প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ

ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	আহ্বায়ক
আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
মোঃ মীর মুয়াজ্জেম হুসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
ইফতেখার উদ্দিন আহাম্মদ, প্রোগ্রামার	সদস্য
মোঃ আবু ছায়িদ চৌধুরী, উপপরিচালক-অর্থ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	সদস্য
মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
মোঃ খালিদ হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
নূর নবী মোস্তফা, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
মোঃ ইমরান হোসাইন খান, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
মোহাম্মদ এমদাদুল হক, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
গোপাল চন্দ্র সাহা, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

অলংকরণ
সজীব ওয়ার্সী
ফাহিমা ইসলাম লিরা

বর্ণবিন্যাস
জুয়েল রানা

প্রকাশনায়
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)
শিক্ষা ভবন (২য় ব্লক)
১৬, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

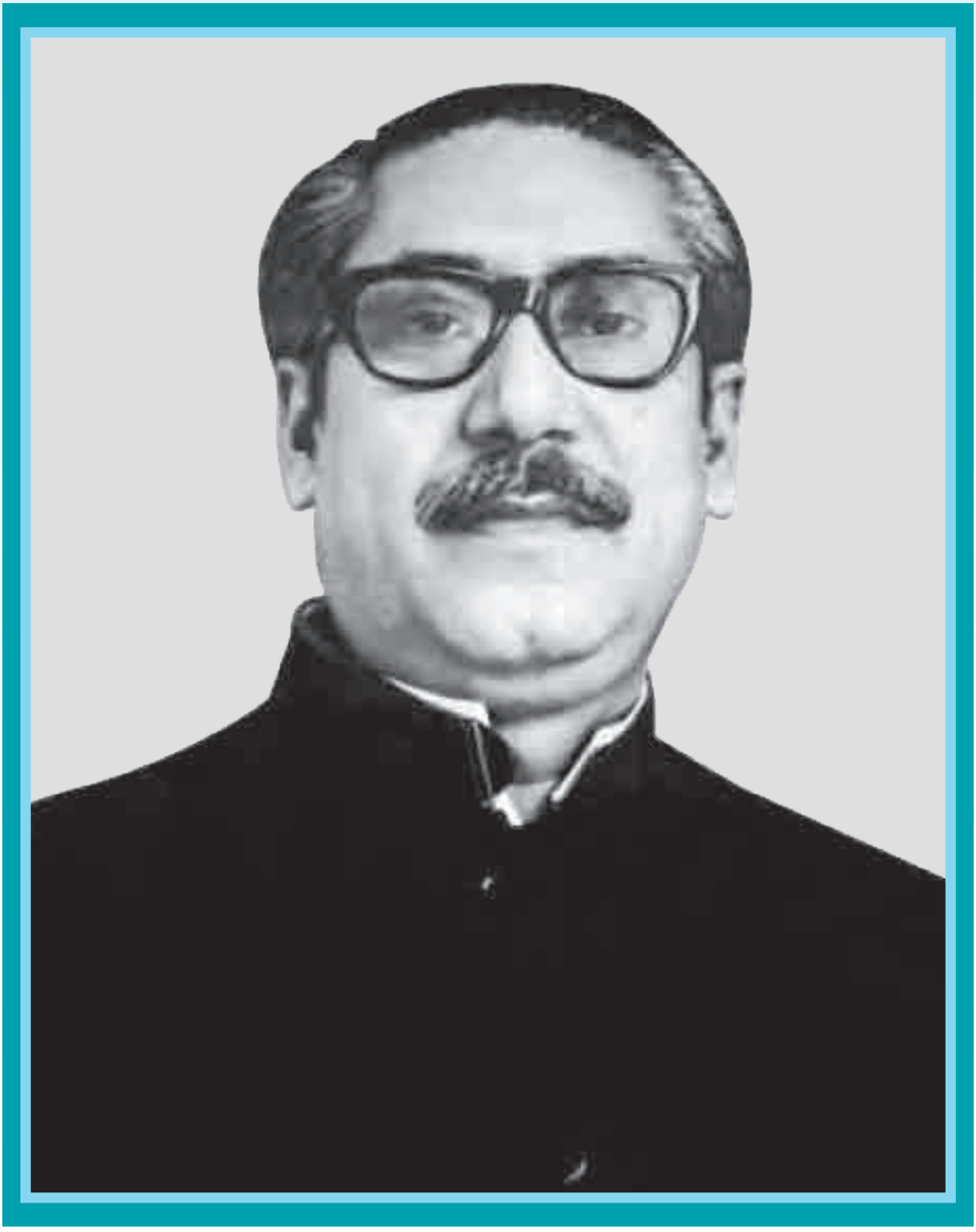

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বিশ্বের চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পৃথিবী ব্যাপী মানুষের জীবন ও জীবিকায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন বয়ে এনেছে। এ পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য আমাদের শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা অবকাঠামো খাতের আধুনিকায়ন আবশ্যক। আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেই আগামীর পৃথিবীতে টিকে থাকতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে বিগত দিনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে নীরব বিপ্লব সাধন করেছে। এ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমকে প্রতিফলিত করে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরক্ষরমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষাকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি জানতেন মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিকল্প নেই। এ উপলব্ধি থেকেই তিনি বলেছিলেন, 'সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।'

এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মানসম্মত শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে 'রূপকল্প- ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এ অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে SDG-4 ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্মত শিক্ষা অপরিহার্য। এটি অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ।

এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধা নিতে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমে অজানাকে জানার সঙ্গে সঙ্গে পছন্দসই জীবিকার জন্য কাম্য দক্ষতা অর্জন ও সুনাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে যোগ্যতা লাভের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে রাষ্ট্র-উন্নয়নে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলার উপযোগী করে বর্তমান শিক্ষাক্রম বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বের সাথে সংগতি রেখে নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন উপযুক্ত মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা অবকাঠামো আবশ্যক। এ বাস্তবতা বিবেচনায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশব্যাপী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত দৃষ্টিনন্দন, টেকসই, জলবায়ু সহিষ্ণু ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সকল শিক্ষা অবকাঠামো শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উন্নত ও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করছে।

২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত শেখ হাসিনা সরকারের তিন মেয়াদে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ১০৬,৯৭৮টি শ্রেণিকক্ষে ৫৩,৪৮,৯০০ জন শিক্ষার্থীর আধুনিক ও উন্নত পরিবেশে পাঠগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ভবনসমূহে সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নসহ তাদের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. দীপু মনি, এমপি

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক, কর্মমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছরে শিক্ষা অবকাঠামোসহ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন প্রজন্মকে সক্ষম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষ করে গড়ে তুলতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নির্ভর শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা সংবলিত শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপী মানসম্মত ও উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করে চলেছে এবং এক্ষেত্রে বিস্ময়কর সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ভবনসমূহ টেকসই, নান্দনিক এবং বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে এ ভবনসমূহ উপকূলীয় এবং দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহ সর্বসাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঈর্ষণীয় সাফল্য এবং এপিএ বাস্তবায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

যে-কোনো আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে শিক্ষা। মানব সভ্যতার প্রসার এবং মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের ফলে মানুষের জীবনব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সামগ্রিক বৈশ্বিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা দর্শনের আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ একটি অভিযোজনক্ষম প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও দেশীয় বাস্তবতায় একটি সংবেদনশীল প্রজন্ম গড়ে তুলে অংশগ্রহণমূলক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' বাস্তবায়নের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এটি সর্বজনবিদিত যে, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে শিক্ষক ও শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা অবকাঠামোর ভূমিকা অপরিসীম।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের জন্য যুগোপযোগী, মানসম্মত পরিবেশবান্ধব, জলবায়ু সহিষ্ণু এবং দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করে চলেছে। ২০০৯ থেকে গত ১৫ বছরে বর্তমান সরকারের মেয়াদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষা অবকাঠামো খাতে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ভবনসমূহ অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন এবং শ্রেণিকক্ষসমূহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবনসমূহে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প এবং সহায়ক টয়লেট রয়েছে। নির্মিত ভবনসমূহে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া সুবিধা রয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক কার্যক্রম প্রতিফলিত করে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সোলেমান খান

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম সংবলিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানসম্মত শিক্ষা ব্যতীত টিকে থাকা কঠিন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন প্রজন্মকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা তথা কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টির ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম।'

বর্তমান সরকারের সময় কারিগরি শিক্ষার বিকাশে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বৃদ্ধিকরাসহ কারিগরি শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধমে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে একাধিক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত শিক্ষা অবকাঠামোসমূহ দৃষ্টিনন্দন, টেকসই ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত।

পরিশেষে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ

প্রধান প্রকৌশলী

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার ৫২ বছর পূর্তিতে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁরই নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে তৎকালীন ডিপিআই (Directorate of Public Instructions)-এর অধীনে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠনের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। কালক্রমে সেই ক্ষুদ্র প্রকৌশল ইউনিটটি আজ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৌশল সংস্থা। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে ৯টি সার্কেল ও ৬৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৪টি উপসহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ তথা উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মানসম্মত আধুনিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণসহ নাগরিকদের জন্য মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের আলোকে পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি অভিযোজনক্ষম, সুশিক্ষিত, মেধাভিত্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে গুরুত্বারোপ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আলোকে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক। আর মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মানসম্মত শিক্ষা অবকাঠামো। এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপী অসংখ্য নান্দনিক, টেকসই, জলবায়ু সহিষ্ণু ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করে চলেছে।

গত ১৫ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ৪১টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৯৭৮টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে ৫৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯০০ জন শিক্ষার্থীর আধুনিক ও উন্নত পরিবেশে পাঠগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে এ সময়ের মধ্যে ১৩ হাজার ৪২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (সরকারি-বেসরকারি) মোট ২ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকার মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ২৫৯টি ভবন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একযোগে উদ্বোধন করেন। একই দিনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি ৪৭০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত ভবন একযোগে উদ্বোধন করেন। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সর্বস্তরের প্রকৌশলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের কারণে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

দেশের প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য জানার সাংবিধানিক অধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়াসে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশ করছে।

সবশেষে সম্পাদনা পরিষদসহ 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসুরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং নানাবিধ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষা অবকাঠামো খাতের উন্নয়নকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর 'স্মার্ট এডুকেশন' নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী টেকসই, আধুনিক, পরিবেশবান্ধব, জলবায়ু সহিষ্ণু ও দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের ঐকান্তিক উদ্যোগ, সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমবারের মতো শিক্ষা প্রকৌশল খাতে সার্বিক অগ্রগতি, সাফল্য, উন্নয়নমূলক ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয় এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় বাণী দিয়ে প্রতিবেদনটিকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি পূর্ণপ্রাণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রতিবেদন সম্পাদন কর্মের সাথে যুক্ত সদস্যবৃন্দ, প্রধান কার্যালয়ের সম্মানিত সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ প্রতিবেদন প্রণয়ন সহজসাধ্য এবং সম্ভব হয়েছে– তাঁদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

স্বল্প সময়ে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করায় শব্দ চয়ন, বাক্যগঠন এবং মুদ্রণজনিত কোনো ভুলত্রুটি থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. প্রথম অধ্যায়	
১.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সূচনা:	২৩
❖ ১.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	২৩
❖ ১.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ভিশন ওমিশন	২৬
❖ ১.৪ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্র	২৬
❖ ১.৫ সাম্প্রতিক অর্জন	২৭
❖ ১.৬ কর্মবণ্টন	২৮
❖ ১.৭ ফোকাল পয়েণ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ	৪৩
❖ ১.৮ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৪৪
❖ ১.৯ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিবেদন প্রকাশের পটভূমি	৪৪
২. দ্বিতীয় অধ্যায়	
❖ ২.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল	৪৬
৩. তৃতীয় অধ্যায়	
❖ ৩.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের তথ্য	৪৭
❖ ৩.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য	৪৭
❖ ৩.৩ ঠিকাদার তালিকাভূক্তি	৪৮
❖ ৩.৪ পেনশন	৪৮
❖ ৩.৫ মামলা সংক্রান্ত তথ্য	৪৮
৪. চতুর্থ অধ্যায়	
❖ ৪.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)	৪৯
❖ ৪.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)	৪৯
৫. পঞ্চম অধ্যায়	
❖ ৫.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	৫০
❖ ৫.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন/সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্য	৫২
❖ ৫.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন/সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:	৫২
❖ ৫.৪ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে প্রকল্পসমূহ	৬০
❖ ৫.৫ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে প্রকল্পসমূহ	৬৫
❖ ৫.৬ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় প্রকল্পসমূহ	৬৭
❖ ৫.৭ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্পসমূহ	৬৭
❖ ৫.৮ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্পসমূহ	৭১
❖ ৫.৯ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের সার-সংক্ষেপ	৭২
৬. ষষ্ঠ অধ্যায়	
❖ ৬.১ সম্প্রতি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব	৭৩
❖ ৬.২ সম্প্রতি প্রস্তাবিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	৭৩
❖ ৬.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকগণ	৭৩
৭. সপ্তম অধ্যায়	
❖ ৭.১ পরিচালন বাজেটের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ	৭৪

বিষয়	পৃষ্ঠা

৮. অষ্টম অধ্যায়

- ❖ ৮.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন ৭৭

৯. নবম অধ্যায়

- ❖ ৯.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন ৭৯
- ❖ ৯.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ৮০
- ❖ ৯.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩-এর অগ্রগতি ৮০
- ❖ ৯.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ৮২
- ❖ ৯.৫ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৮২
- ❖ ৯.৬ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ৮৩
- ❖ ৯.৭ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২২-২০২৩ অর্থবছর) ৮৩
- ❖ ৯.৮ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ৮৪
- ❖ ৯.৯ তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৮৪
- ❖ ৯.১০ ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন ৮৫
- ❖ ৯.১১ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রম (২০২২-২০২৩ অর্থবছর) ৮৬
- ❖ ৯.১২ পার্সোনাল ইনফর্মেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ৮৭
- ❖ ৯.১৩ তথ্য বাতায়ন ৮৮

১০. দশম অধ্যায়

- ❖ ১০.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কর্মশালা ৮৯
- ❖ ১০.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি ৮৯
- ❖ ১০.৩ ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ৮৯
- ❖ ১০.৪ কর্মশালা ৯০
- ❖ ১০.৫ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা: ৯১
- ❖ **১০.৬ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা** ৯২

১১. একাদশ অধ্যায়

- ❖ ১১.১ ই-জিপি সিস্টেমে ক্রয়কার্য ৯৫
- ❖ ১১.২ ডি-নথি সিস্টেম ৯৬
- ❖ ১১.৩ প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেট ৯৭
- ❖ ১১.৪ SMART BANGLADESH ৯৯
- ❖ ১১.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ১০০

১২. দ্বাদশ অধ্যায়

- ❖ ১২.১ জাতীয় শোক দিবস উদযাপন ১০১
- ❖ ১২.২ শেখ রাসেল দিবস উদযাপন ১০২
- ❖ ১২.৩ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উদযাপন ১০৩
- ❖ ১২.৪ মহান বিজয় দিবস উদযাপন ১০৪
- ❖ ১২.৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ১০৫
- ❖ ১২.৬ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও শিশু দিবস ১০৬
- ❖ ১২.৭ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ১০৭

১৩. ত্রয়োদশ অধ্যায়

- ❖ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত রির্পোট ১০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা

১৪. চর্তুদশ অধ্যায়

- ১৪.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর ভূমিকা ১১৯
- ১৪.২ বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত কাজের ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ১২২
- ১৪.৩ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর যুগে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ১২৩
- ১৪.৪ একুশ শতকের বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ উন্নত ও টেকসই বাংলাদেশ ১২৭

১৫. পঞ্চদশ অধ্যায়

- ১৫.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রথম ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ইইডি বুলেটিন' প্রকাশনা ১৩৪
- ১৫.২ শিক্ষা প্রকৌশল অদিদপ্তরের নতুন দিগন্তঃ মাসিক সমন্বয় সভা ১৩৫

১৬. ষোড়শ অধ্যায়

- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক একযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন উদ্বোধন** ১৩৬

১৭. সপ্তদশ অধ্যায়

আলোকচিত্রে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম: ১৩৮-১৫৬

প্রথম অধ্যায়

১.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সূচনা

স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃনির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেল গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ডিপিআই (Directorate of Public Instructions)-এর অধীনে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি প্রকৌশল ডিপার্টমেন্ট সৃজন করা (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আদেশ বলে) হয়। ১৯৮৬ সালে ৫৭১ জন জনবল নিয়ে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল অধিদপ্তর গঠন করা হয়। ২০০২ সালে এ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর' নামকরণ করা হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ০৯টি সার্কেল ও ৬৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৪টি উপসহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমান জনবল ৩১৭৪ জন।

১.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া, এ অধিদপ্তর নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ের নির্মাণকাজও সম্পাদন করে থাকে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নির্মিত ভবনসমূহে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক টয়লেট, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প ও সহায়ক টয়লেট রয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বিবেচনায় অঞ্চলভেদে নির্মিত পরিবেশ উপযোগী ও জলবায়ু সহিষ্ণু শিক্ষা ভবনসমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার জন্য বজ্রপাত নিরোধকের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশব্যাপী নির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোসমূহে একই রকম সুবিধা থাকায় শহর ও গ্রামের শিক্ষার পরিবেশের সমতা স্থাপিত হয়েছে। ফলে, নিরাপদ ও উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পথ সুগম হয়েছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, SDG-4 এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সকল দরপত্র ইজিপি'র মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এর ফলে ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে, দরপত্র কার্যক্রম অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক হচ্ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অধিক সংখ্যক ঠিকাদারের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। এছাড়াও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে সদা তৎপর থাকে। এ লক্ষ্যে নির্মাণকাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত Local Supervision Committee নির্মাণকাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।

উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের হালনাগাদ তথ্য খুব সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলাভিত্তিক সারা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য, প্রতিষ্ঠানের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ও আসবাবপত্রের তথ্য সংবলিত একটি অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে।

ডাটাবেইজটি **'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য'** নামে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হচ্ছে।

- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর জেলায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ জেলায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝিনাইদহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টাঙ্গাইল জেলায় মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন অন্যতম।
- এছাড়া, ২০টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ তৎকালীন বিদ্যমান ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকায়ন করা হয়। বর্তমানে ২৩টি জেলায় ২৩টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে। ইতঃপূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ইইডি কর্তৃক স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদরে ৪টি নতুন মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- বরিশাল, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি নির্মাণকাজ ইইডি কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, নড়াইল ও খাগড়াছড়িতে ৪টি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড-এর ভৌত অবকাঠামো ইইডি কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।
- বর্তমানে ১০০টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে নতুন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও আরো ৩২৯টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে নতুন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- সারাদেশের বিদ্যমান ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।
- শতবর্ষী ৭০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের ২৬টি ১০তলা ভবনসহ মোট ২১৯টি বিভিন্ন প্রকারের স্থাপনা নির্মিত হয়েছে।
- তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকায় ৪৭টি ৮তলা ভবনসহ সারাদেশে ১৬০৬টি কলেজে আইসিটি ভবন ইইডি কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ঢাকা শহরে ১১টি সরকারি স্কুল ও ৭টি সরকারি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত খুলনা, বরিশাল ও সিলেট শহরে ৭টি নতুন সরকারি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে ইতঃপূর্বে ১০০০টি মাদ্রাসায় ইইডি কর্তৃক ভবন নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে চলমান একটি প্রকল্পের অধীনে আরও ১৮০০টি মাদ্রাসায় ৪তলা আধুনিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।
- নির্বাচিত ২০০টি সরকারি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়াও নির্বাচিত ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে।
- ঢাকা মহানগরীর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি স্কুল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।
- চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, মৌলভীবাজার ও জয়পুরহাট জেলায় ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।
- উপর্যুক্ত শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় প্রতিবছর রাজস্ব খাতের আওতায় প্রায় ২০০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ এবং ৩০০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ভবনের মেরামত ও সংস্কার করা হয়। অন্যান্য আরও কয়েকটি প্রকল্পের অধীনে ইইডি কর্তৃক সারাদেশে প্রায় ১৫০০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মিত হয়েছে।

শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক '৬-দফা'র ঘোষণাস্থল চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে '৬-দফা'র অনুলিপি ও '৬-দফা' সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পোস্টারযুক্ত ছবিসহ একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ করেছে। লালদিঘি ময়দানের চারপাশে বিদ্যমান সীমানা প্রাচীরে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন

থেকে শুরু করে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবিযুক্ত টেরাকোটা স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে ময়দানের চারদিকে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। চাঁদপুর সরকারি কলেজ ভবনের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শহিদ মিনার, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, মুক্তিযুদ্ধ কর্নার/বঙ্গবন্ধু কর্নার নির্মাণ করা হয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ৭৭ হাজার ২ শত ১৫ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প ১৮টি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ২টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ৩টি প্রকল্প রয়েছে।
২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সরকারের তিন মেয়াদে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাবিভাগের অধীনে ১২,৩৭১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৮৫,৪৬০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৪২,৭৩,০০০ জন শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে ১৭১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১০,১৫৪টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৫,০৭,৭০০ জন শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচালন বাজেটের আওতায় ১৩,১০১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১১,৩৬৪টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৫,৬৮,২০০ জন শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে নির্মিত ১০৬,৯৭৮টি শ্রেণিকক্ষে ৫৩,৪৮,৯০০ জন শিক্ষার্থীর আধুনিক ও উন্নত পরিবেশে পাঠগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১২৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে পিএসসি'র মাধ্যমে ৯ম গ্রেডভুক্ত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ৬৫ জন, ১০ম গ্রেডভুক্ত উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ২১৩ জন এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১১-১৬ গ্রেডের বিভিন্ন পদে ৪৮০ জন ও ২০তম গ্রেডে ৪৯৬ জন কর্মচারী নিয়োগ লাভ করে। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পদের পদোন্নতিজনিত শূন্যপদে ৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পেনশন প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২৫৪টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হয়।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। এছাড়া, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী নির্মিত আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ভবনসমূহ শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সর্বমহল কর্তৃক ভূয়সী প্রশংসিত হচ্ছে।

১.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন

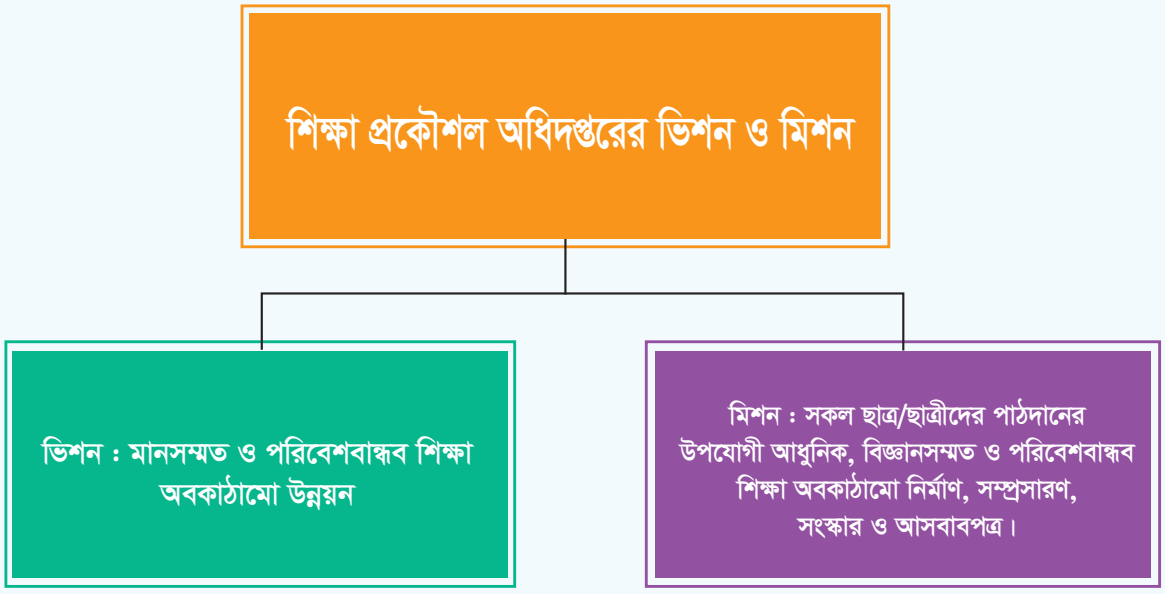

১.৪ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজের অধিক্ষেত্র

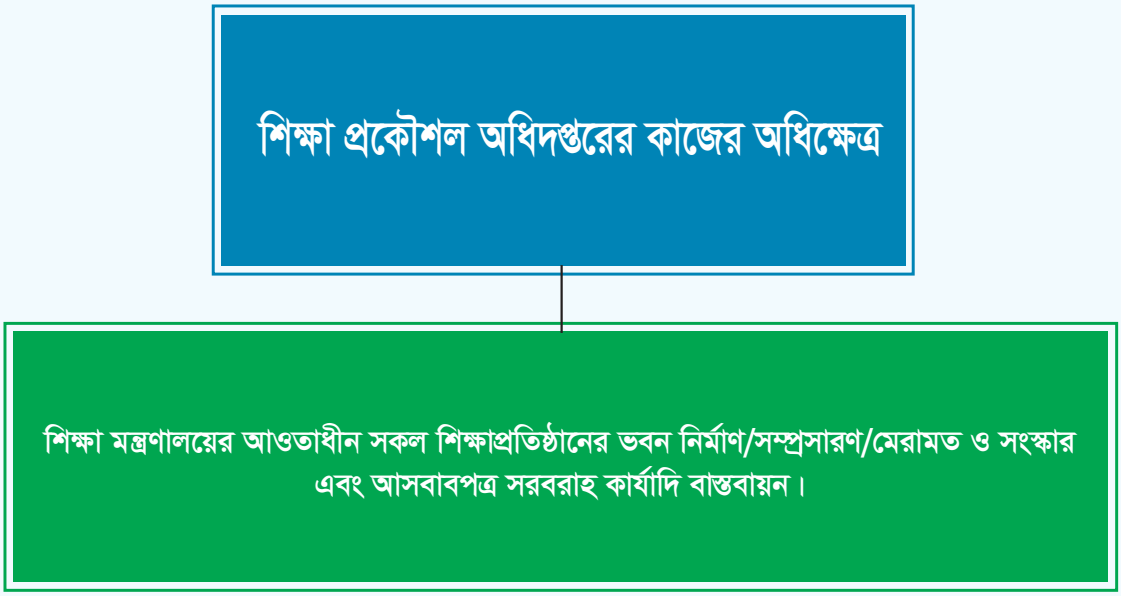

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট জনবল ৩১৭৪ জন। নতুন পদসৃজন, পদোন্নতি এবং অবসরজনিত কারণে শূন্যপদসমূহে জনবল নিয়োগ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ১২৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। বর্তমানে যেসকল পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে তার বিবরণ নিম্নরূপ :

৯ম গ্রেড : সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-০৭টি, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-৪৬টি, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-০১টি, সহকারী প্রকৌশলী (মেইনটেন্যান্স)-০১টি, আইন কর্মকর্তা-০১টি, সহকারী প্রোগ্রামার-০২টি, সহকারী স্থপতি-০১টিসহ মোট ৫৯টি পদে জনবল নিয়োগের জন্য পিএসসিতে অধিযাচনপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১০ গ্রেড : উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-৩৯টি, উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-৮৪টি, উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-০২টি, ড্রাফটসম্যান-২৬টি, এস্টিমেটর-০৩টিসহ মোট ১৫৪টি পদে জনবল নিয়োগের জন্য পিএসসিতে অধিযাচনপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

চলমান নিয়োগ কার্যক্রম

১১-১৬ গ্রেড : ১১-১৬ গ্রেডের বিভিন্ন পদে ৬৩৮ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগকৃতদের মধ্যে ৪৮০ জন যোগদান করেন। বর্তমানে কর্মরত আছেন ৩৪৭ জন।

২০ গ্রেড : ২০ গ্রেডভুক্ত অফিস সহায়ক ও নিরাপত্তা প্রহরী পদে সম্প্রতি ৪৯১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। যোগদান করেন ৩৮২ জন। বর্তমানে কর্মরত আছেন ৩৩৭ জন।

* সম্প্রতি : ১১-১৬ গ্রেডের ৫১৩টি শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ বিভাগ হতে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের তথ্য

ইতঃপূর্বে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মোট জনবল ছিল ১৩২৭ জন। ২০১৯ সালে বিদ্যমান জনবলের সাথে রাজস্ব খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৮৪৭টি পদ যুক্ত হয়ে মোট জনবল দাঁড়ায় ৩১৭৪ জন। ফলে, নতুন সৃজিত পদসমূহে জনবল নিয়োগের প্রয়োজন হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ১২৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়, যার তথ্য নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট পদ
১.	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৬৫
২.	উপসহকারী প্রকৌশলী	২১৩
৩.	১১-১৬ গ্রেড	৪৮০
৪.	২০ গ্রেড	৪৯৬
	সর্বমোট	**১২৫৪**

৩.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী পদোন্নতিজনিত শূন্যপদসমূহে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নরূপভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পদোন্নতি প্রদান করা হয় :

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট পদ
১.	প্রধান প্রকৌশলী	১
২.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	৪
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)- চলতি দায়িত্ব	৩০
৫.	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	২
৬.	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১৪
৭.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১২
৮.	হিসাবরক্ষক	৭
৯.	হিসাব সহকারী	৪
১০.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৩
১১.	ক্যাশ সরকার	৭
	সর্বমোট	**১০০**

৩.৩ ঠিকাদার তালিকাভুক্তি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২৫৪টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হয়।

৩.৪ পেনশন প্রদান

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পেনশন প্রদান করা হয়।

৩.৫ মামলা সংক্রান্ত তথ্য

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মোট মামলা সংখ্যা ৫৯টি। বর্তমানে ৩৬টি মামলা চলমান আছে এবং এ পর্যন্ত ২৩টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। মামলাসমূহের শুনানিসহ অন্যান্য তথ্য নির্ধারিত ডাটাবেজে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। মামলার তথ্য ছক নিম্নরূপ :

ক্রম নং	অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান	রিট পিটিশন			আপিল (CMP/CP/CA)			রিভিউ/রিভিশন			কন্টেম্প্ট পিটিশন			প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত			প্রশাসনিক আপিল ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত			[illegible]			[illegible]			[illegible]			শ্রম আদালত সংক্রান্ত			মোট		সর্বমোট
		চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	
১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা	১৩	১৪	২৭	১	৪	৫	০	০	০	০	০	০	১	২	৩	০	০	০	০	০	০	১	০	১	০	০	০	১৮	৫	২৩	৩৬	২৩	৫৯
মোট		১৩	১৪	২৭	১	৪	৫	০	০	০	০	০	০	১	২	৩	০	০	০	০	০	০	১	০	১	০	০	০	১৮	৫	২৩	৩৬	২৩	৫৯

মামলা সংক্রান্ত পাই চার্ট

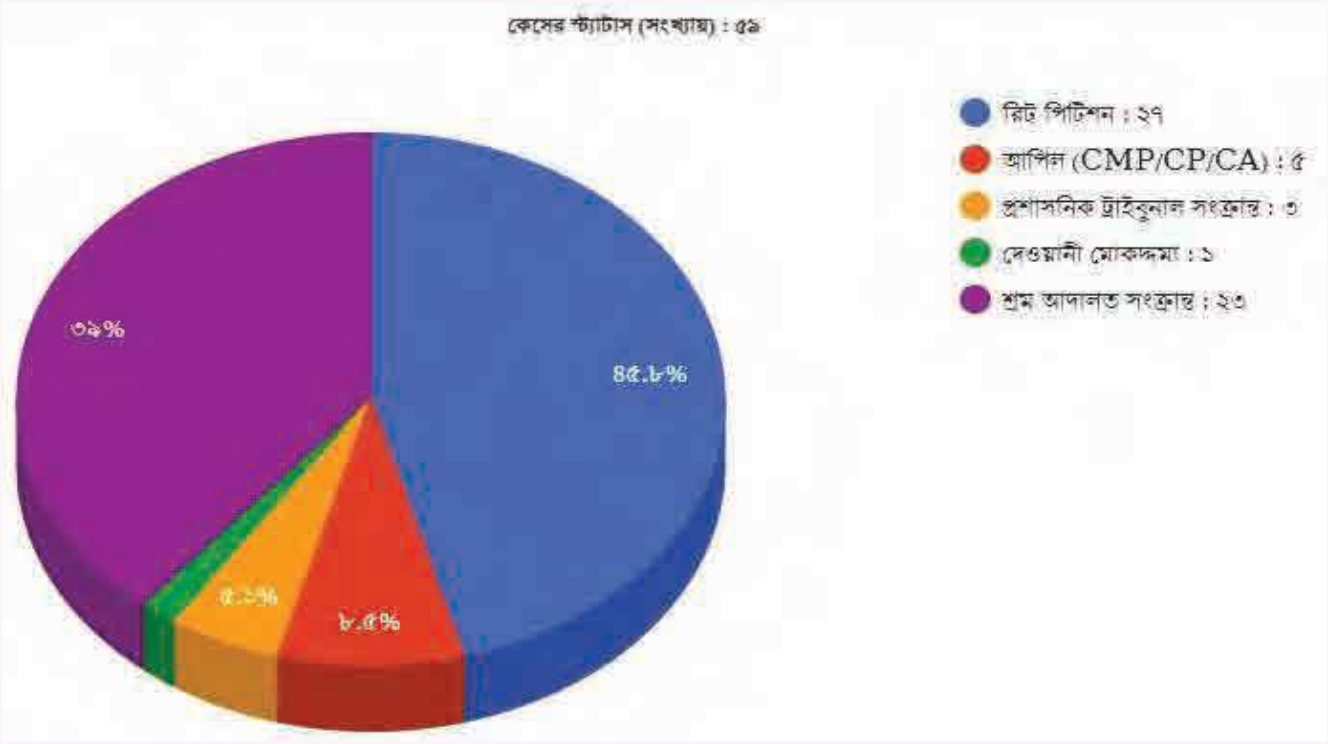

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট	ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়
১.	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পসমূহ	**৪৪৬১.৯০**	**১৭৪৯.৯৬**	১৭৪০.৯৭
২.	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (বিশেষ কার্যক্রম) পরিচালন কর্মসূচিসমূহ	১৩৯৩.৪২	১৩৯৩.৪২	১৩৭৬.৯৪
৩.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রকল্প	৬৪৪.৯৬	৫৮০.৯৬	৫৭১.৯৭
৪.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রকল্প	১২৯৪.৫৫	১২৩৬.৭৮	১২১৮.৪০
৫.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রকল্প	৩১.৩২	৩১.৩২	৩১.৩২
৬.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পরিচালন কর্মসূচিসমূহ	৫১১.০০	৫১১.০০	৩২৪.৬৯
	মোট	৮৩৩৭.১৫	৫৫০৩.৪৪	৫২৬৪.২৯

৪.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৫৪ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার অধিক সংখ্যায় শিক্ষার্থী ভর্তি করে সবার জন্য শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করছে। বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে নানা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নানা সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করেছে। দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে, আধুনিক জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি ও সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন সাধন করেছে। কিন্তু বিদ্যমান অবকাঠামোগত অবস্থা এখনো শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্য শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল নির্মাণধর্মী প্রকল্পসমূহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মাণ সহযোগী হিসেবে বাস্তবায়ন করে থাকে। গত কয়েক দশকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মাণ সহযোগী হিসেবে বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ :

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি ব্যয়	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি
১)	"কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন" (সমাপ্ত)	২০৯৭.০০	১৫২.০০	১২৯.২০	১০০%
	বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২				
২)	"পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা (১ম সংশোধিত)"	১০১৫৫.৮৭	১৫৫৩.০০	৯৪৭.৭৫	৭১%
	বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০২৫				
৩)	"সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)"	৩৮৩১২.১৪	২২৭৫.০০	১৭৩৪.০৯	৬৩%
	বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০২৫				
৪)	"বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, বিজিবি হেড কোয়ার্টার, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন"	২৭০৩.৭৮	২০২.০০	১৭৬.১৪	৪৯%
	বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৪				
৫)	"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"	১০৬৪৯০৫.০০	১৪১৫০০.০০	৯৯১১৮.৯২	৮৭%
	বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২৫				

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি ব্যয়	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি
৬)	"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ " বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৪	৫২৩৭৩৭.৯০	৬৫৭০০.০০	৪৯০৮৮.৭৫	৮৭%
৭)	"গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলার ৩টি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন" (সমাপ্ত) বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২	৩২৭৩.০০	১১২০.০০	৮৭৭.৯০	১০০%
৮)	"নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার ২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৪	৫০০৪.৭৯	১.০০	০.০০	১৮%
৯)	"মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা এর অবকাঠামো উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৪	৪৯৮৩.০০	৮৭৫.০০	৭৪২.০৫	৬৪%
১০)	"নির্বাচিত ৯টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৫	৬২৯৭৩.৯৮	৬৮৭৫.০০	৫৫৮৫.৩৫	৪২%
১১)	"শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ ও শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সূত্রাপুর, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৫	৭১০১.৬৩	৪৭০.০০	৪০০.০০	৬০%
১২)	"ঢাকা, মাদারীপুর এবং রংপুর জেলার ০৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : ডিসেম্বর ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৪	৮৮৫৭.৭২	৮২৫.০০	৬৬০.০০	২৫%
১৩)	"কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকায় নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩	৪৩০১২.৭৮	৩৩৩৫.০০	২৮৩০.৫০	১৭%
১৪)	"হাওর এলাকায় নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪	৯৪৪৮০.১৫	১৩২২০.০০	১১২৩৪.৪৫	২১%
১৫)	"সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৪	৪৬৬৮.৪৮	৬৭৫.০০	৫৭২.০৫	২৯%
	মোট:	**১৮৭৬২৬৭.২২**	**২৩৮৭৭৮.০০**	**১৭৪০৯৭.১৫**	

৫.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন/সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সমগ্র দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য এ বিভাগ দেশব্যাপী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আধুনিক, মানসম্মত, দৃষ্টিনন্দন, পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু সহিষ্ণু শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করছে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করেছে। তন্মধ্যে, ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকি ১৩টি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের নির্মাণ ও পূর্ত অংশের কাজ বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) কাজ করে যাচ্ছে।

৫.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন/সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প : কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন (সমাপ্ত)

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ১টি

প্রকল্প মূল্য: ২০৯৭.০০ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ১টি

মূল কার্যক্রম :

- ১টি ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা দৃষ্টিনন্দন একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ;
- স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

প্রকল্প : পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ১টি

প্রকল্প মূল্য: ১০১৫৫.৮৭ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ০

মূল কার্যক্রম:

- ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
- একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার, ছাত্রবাস/ছাত্রীনিবাস নির্মাণ;
- শিক্ষক/অফিসার ডরমেটরি, স্টাফ ডরমেটরি, মসজিদ নির্মাণ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।

পাইকগাছা কৃষি কলেজের নির্মাণাধীন ৪তলা শিক্ষক ডরমেটরি

প্রকল্প : সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৩৩টি

প্রকল্প মূল্য: ৩৮৩১২.১৪ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত স্থাপনা: ১৭টি

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্মাণাধীন প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা

মূল কার্যক্রম:

- ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়/ভূমি উন্নয়ন
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় দ্বিতল বেসমেন্টসহ ১৩তলা প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ;
- ৩২টি জেলায় ৫তলা জেলা কার্যালয় ভবন স্থাপন;
- বাউন্ডারী ওয়াল/অভ্যন্তরীণ রাস্তা/ সারফেস ড্রেন এবং এ্যাপ্রোন নির্মাণ;
- সাব-স্টেশন/লিফট/জেনারেটর/ ইয়ারকুলার সরবরাহ কাজ;
- প্রধান কার্যালয়ের অডিটোরিয়াম ও কনফারেন্স রুমের ডেকোরেশন, ট্রান্সপোর্ট/যানবাহন সরবরাহ ইত্যাদি।